ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৪৬ ● কলকাতা ● ০৫ পৌষ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

'ডানকি' ছবিকে ক্যারিয়ার সেরা দাবি করে যা বললেন শাহরুখ

পৃঃ ৫

ক্যারিয়ার সেরা উন্মাদনার এক বছর: মেসি

পৃঃ ৬

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মৃত্যুঞ্জয় সরদার একদিকে জাতীয় স্তরের বেশ কিছু সাংবাদিক সংগঠনের মাথা রাজ্যের, অন্যদিকে চলচ্চিত্র জগতে বেশ কিছু স্বল্প চিত্রের পরিচালক। এছাড়াও বর্তমানে তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদক, নিউজ সারাদিন নামে দৈনিক একটি পোর্টালের মালিক। বর্তমানে তার লেখা তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন পাবলিকেশন থেকে, এরপরেও লোকাল রাজনৈতিক নেতা পুলিশ প্রশাসনের কাছে সাধারণ ব্যক্তি সরদার পরিবারকে আখ্যা দিচ্ছে , এরপরেও সাধারণ জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক নেতা হলে তারপর সে অসাধারণ হবে তেমনি ইঙ্গিত প্রশাসনের তরফ থেকে পাওয়া গেছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলে প্রশাসন যদি সত্যিকারে কাজ করে তাহলে কে প্রকৃত নেতা, আর কে নেতা নয় মানুষ কি চাইছে আর কি চাইছে না- আর আমার

এরপর ৩ পাতায়

বড়দিনের উপহার, সরকারি কর্মীদের জন্য

৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বড়দিনের আগেই রাজ্যের লক্ষ-লক্ষ সরকারি কর্মচারিদের বড় উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার অ্যালেন পার্কে ক্রিসমাস উতসবের মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেন, 'রাজ্যের সরকারি কর্মচারিদের আরও ৪ শতাংশ বাড়তি মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে বাড়তি মহার্ঘ ভাতা কার্যকর হবে।' বাড়তি মহার্ঘ ভাতার সুবিধা পাবেন রাজ্যের ১৪ লক্ষ সরকারি কর্মচারি এবং পেনশনভোগীরা। উল্লেখ্য, চলতি বছরের বাজেট অধিবেশনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৩ শতাংশ ডিএ-র ঘোষণা করেছিলেন। আর এদিন আরও ৪ শতাংশ ডিএ'র ঘোষণা হলো। অর্থাত চলতি বছরে মোট ৭ শতাংশ ডিএ'র ঘোষণা করল রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই আনন্দে মেতে উঠেছেন সরকারি কর্মচারিরা। কর্মচারি ফেডারেশনের নেতা প্রতাপ নায়েক বাড়তি মহার্ঘ ভাতা ঘোষণার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এদিন ক্রিসমাস উতসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৪ শতাংশ ডিএ দেওয়ার ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের কাছে এটা বাধ্যতামূলক নয়, এটা অপশন। কিন্তু আমাদের কর্মিরা খুব ভালো কাজ করে। তাই ২,৪০০ কোটি টাকা লাগলেও এটা আমরা দেবো। সব মিলিয়ে ১৩৫ শতাংশ ডিএ দিচ্ছি ২০১৯ সাল থেকে। প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। এই নিয়ে গতকালও আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। টানাটানি থাকা সত্বেও আরও ৪ শতাংশ ডিএ দিচ্ছি। আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।' রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান জানান, সরকারের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত কর্মচারিদের পাশাপাশি শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারি ছাড়াও রাজ্য সরকারের পোষিত সব সংস্থার কর্মীরাই নয়া মহার্ঘ ভাতা পাবেন।'

জঙ্গলমহলে ফের ভারী বুটের শব্দ,

কেন্দ্রীয় জওয়ান ঘুরছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক সময় ভারী বুটের আওয়াজে কাঁপত শালবনে ঘেরা জঙ্গলসুন্দরী। জঙ্গলমহল ছিল যৌথবাহিনীর কড়া নজরে। সেসব এখন অতীত। তবে বৃহস্পতিবার আবারও ঝাড়গ্রামের জোয়ালভাঙা এলাকার সাধারণ মানুষ সেই পুরনো ছবি দেখতে পেল। পুলিশ কুকুর নিয়ে জঙ্গলে চলছে তল্লাশি। গ্রামে গ্রামে অভিযান কেন্দ্রীয় বাহিনীর।বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঝাড়গ্রাম বনবিভাগের আধিকারিকরা ঝাড়গ্রামের জোয়ালভাঙা, টিয়াকাটি, হদহদি-সহ বিভিন্ন গ্রামে সিআরপিএফ ও স্নিফারডগ নিয়ে গিয়ে অভিযান চালায়। রেঞ্জ অফিসার দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, “আমরা একটা বড় চুরি গতরাতে আটকেছি। তবে আমরা জানতে পেরেছি চোরাকারবারিরা বেশ কিছু জিনিস ফেলে পালিয়েছে। সোর্স কাজে লাগিয়ে সেসব জায়গাগুলোও চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর আজ সিআরপিএফের সহযোগিতায় স্নিফার ডগ এনে সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন চলছে। ১৫টা শালগাছ কাটা হয়েছে। আমরাও নজরদারি চালাচ্ছি। ৩-৪টে রেঞ্জ নিয়ে জয়েন্ট পেট্রোলিং গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। দিনরাত নজরদারি চালাচ্ছি। আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়বে।”

অভিযোগ উঠছিল, গত কয়েকদিন ধরে ঝাড়গ্রামের জঙ্গল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার শাল গাছ চুরি হচ্ছে। এরপরই রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে অভিযান চালায় বনদফতর। আর জঙ্গলে ঢুকতেই নজরে

এরপর ৩ পাতায়

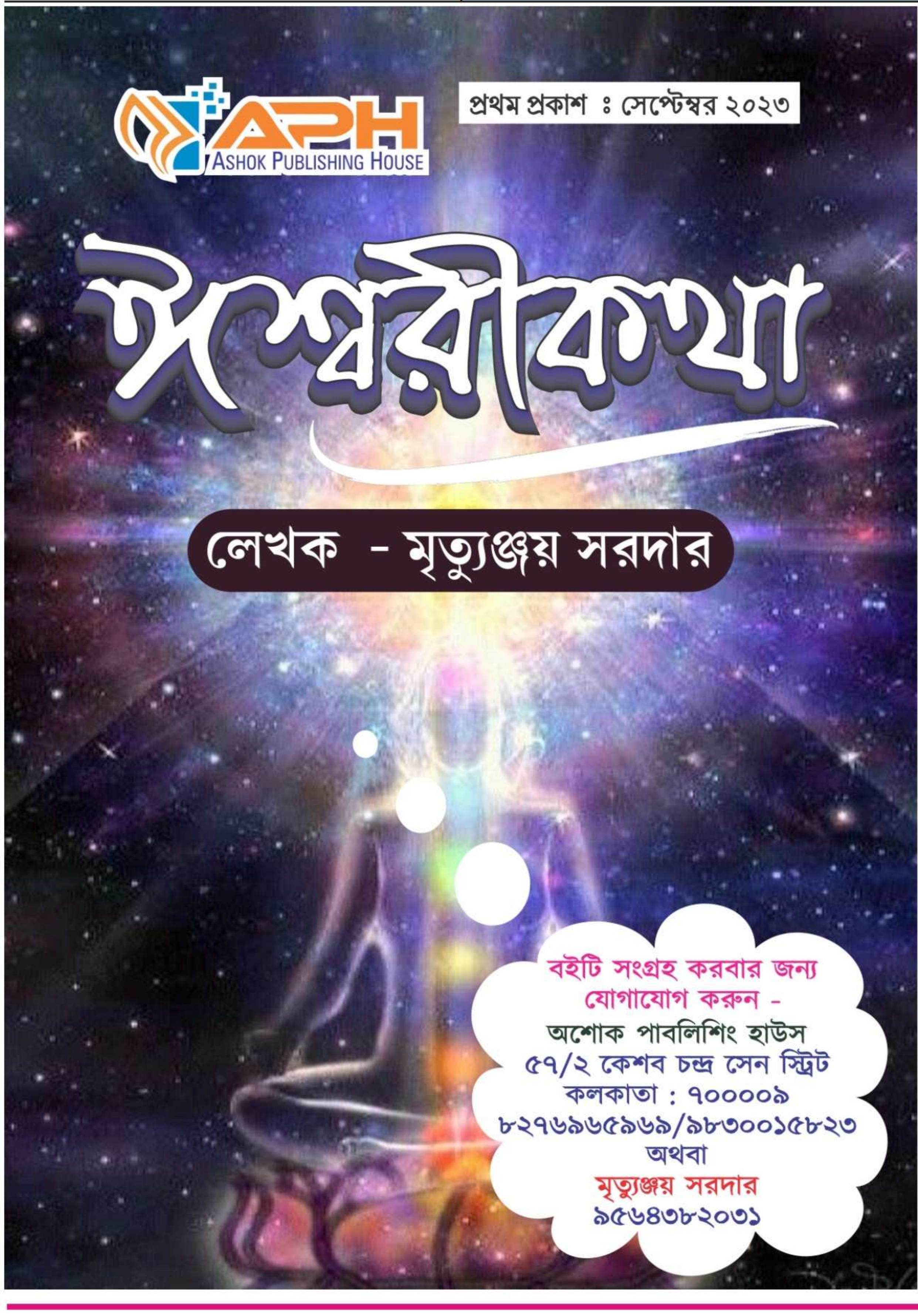

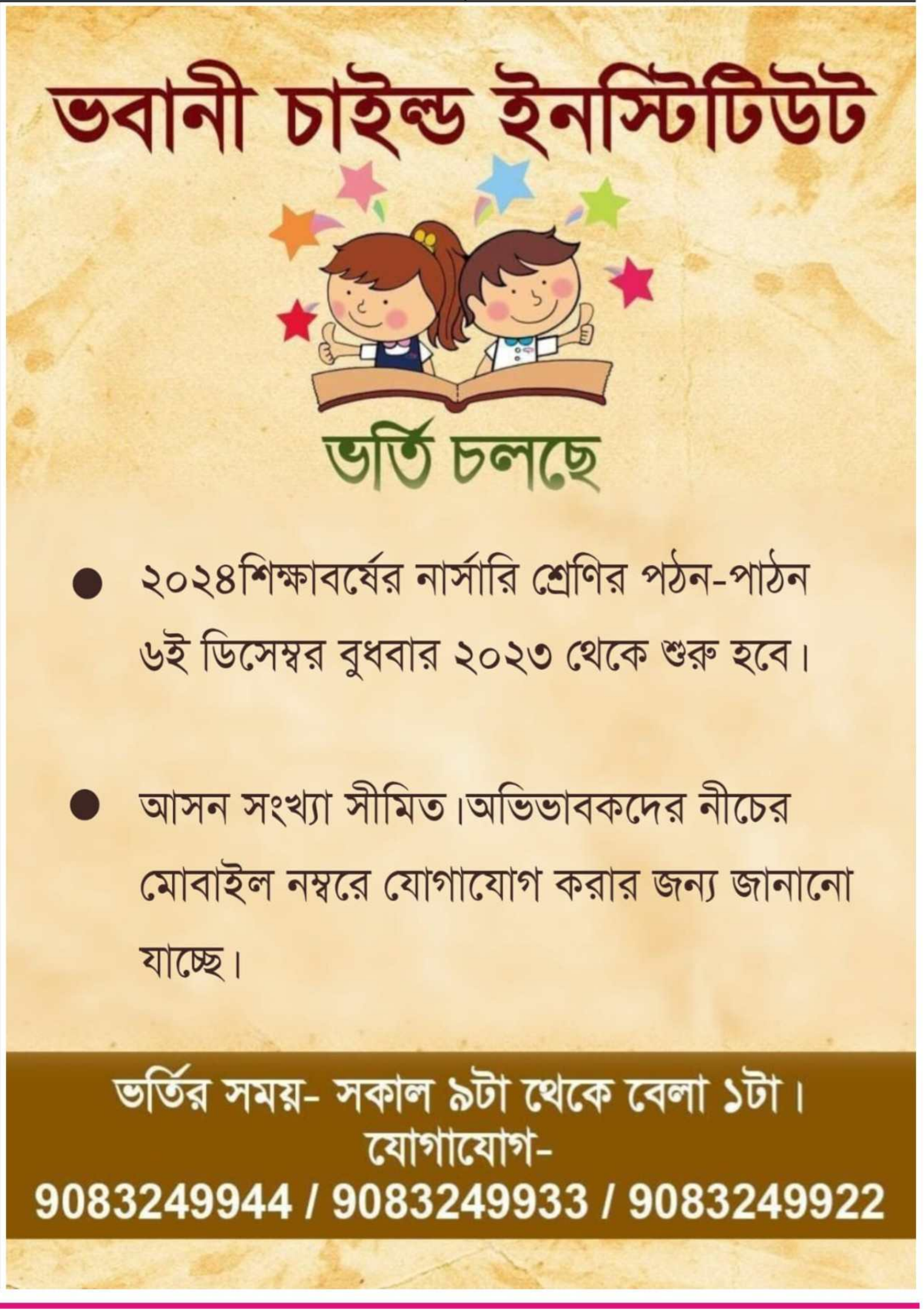

দিল্লিভেরি ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ট্রাকিং

টার্মিনাল ভিওয়ান্ডি মেগা গেটওয়ের সূচনা করল

● জেড দিল্লিভারি লিমিটেড, ভারতের বৃহত্তম সম্পূর্ণ সংহত লজিস্টিক সরবরাহকারী সংস্থা যা ভিওয়ান্ডিতে একটি নোডাল পার্সেল এবং মালবাহী হ্যান্ডলিং ই-কমার্স রিটার্নস অপারেশনের মাধ্যমে তার উপস্থিতি আরও প্রসারিত করল

● টার্মিনালটি ১,২০০,০০০ স্কোয়ার ফিটের উফর নির্মিত।যেখানে প্রতিদিন ১৬০০-রও বেশি যানবাহন চলাচল করতে পারে এবং প্রতি ৫৪ সেকেন্ডে একটি করে গাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে

Kolkata, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : ভারতের বৃহত্তম সম্পূর্ণ সংহত লজিস্টিক সরবরাহকারী দিল্লিভেরি লিমিটেড ভিওয়ান্ডিতে তার বৃহত্তম মেগা-গেটওয়ে সফলভাবে পরিচালনা করল। ১২০০,০০০ বর্গফুট জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই মেগা গেটওয়ে।এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ভিওয়ান্ডি ট্রাকিং টার্মিনালে ভারতের বৃহত্তম লজিস্টিক সুবিধাগুলি মিলবে। যার মধ্যে রয়েছে একটি স্বয়ংক্রিয় হাব, রিটার্ন এবং ফ্রেট অপারেশন যা দিল্লিভারির পার্সেল এবং পার্ট-ট্রাকলোড একসঙ্গে করার ক্ষমতা রাখে।

এই স্বয়ংক্রিয় গেটওয়েটিতে ১৯৬ টি ডকিং স্টেশন রয়েছে এবং এটি ৮,০০০ টনেরও বেশি পণ্য পরিবহনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এখানে প্রতিদিন ১৬০০ টি যানবাহন এটি দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। শুধু তাই নয়, , প্রতি ৫৪ সেকেন্ডে একটি যান যাতাযাতে সঙক্ষম। ফ্যাসিলিটির অটোমেশন সিস্টেম, ফ্যালকন অটোটেক (দিল্লির অত্যন্ত বিনিয়োগ সংস্থা) এটি তৈরি করেছে। এটি ১.৮ কিলোমিটার সমন্বিত ডাবল-ডেক ক্রস-বেল্ট সর্টারস রয়েছে।যা ৫ কিলোমিটারেরও বেশি ম্যাটেরিয়াল কনভেয়েন্স সিস্টেমের জন্য গঠিত। য়ার সাহায্যে ৩২০০০ শিপমেন্ট এবং ১৭,০০০ ফ্রেটস যেতে পারে।

দিল্লিভেরির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা চিফ একজিকিউটিভ অফিসার সাহিল বড়ুয়া এই সম্পর্কে জানান, 'আমাদের সম্প্রসারিত ভিওয়ান্ডি গেটওয়ে আমাদেরকে বিশ্বমানের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। যা মুম্বাই এবং পশ্চিমাঞ্চলের বড় এবং এসএমই মালবাহী শিপার হিসেবে চিহ্নিত হবে।এর ফলে অত্যাধুনিক অটোমেশন সিস্টেমে আমাদের দক্ষতা এবং গতি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।এর ফলে আমাদের নেটওয়ার্ক বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে একটি নতুন মানও স্থাপন করবে।'

ভারতের অন্যতম ব্যস্ততম লজিস্টিক করিডোরে এই আপগ্রেডেড সুবিধা মিলবে। এটি নতুন দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে রাজধানীর সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের জন্যও বিশেষ ভাবে সক্ষম।২০২১ সালে হরিয়ানার টাউরুতে প্রথম পরিষেবা চালু হয়। এরপর এটি সংস্থার দ্বিতীয় মেগা গেটওয়ে। বেঙ্গালুরুতে তৃতীয় মেগা গেটওয়ে ২০২৪-এ চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দিল্লিভারি সম্পর্কে: -

দিল্লিভেরি ভারতের বৃহত্তম সম্পূর্ণ সংহত লজিস্টিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা। ১৮৬০০ পিন কোডে রয়েছে এর নেটওয়ার্ক। অর্থাৎ দেশব্যাপী এই নেটওয়ার্কে কোম্পানি এক্সপ্রেস পার্সেল পরিবহন, পিটিএল ফ্রেইট, টিএল ফ্রেইট, ক্রস-বর্ডার, সাপ্লাই চেইন এবং প্রযুক্তি পরিষেবাগুলির মতো লজিস্টিক পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে। দিল্লিভেরি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২.৫ বিলিয়ন শিপমেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করেছে এবং আজ ৩০,০০০ এরও বেশি গ্রাহকের সাথে কাজ করে, যার মধ্যে বড় এবং ছোট ই-কমার্স অংশগ্রহণকারী, এসএমই এবং অন্যান্য উদ্যোগ এবং ব্র্যান্ড রয়েছে। দিল্লিভেরি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য www.delhivery.com নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

লাভা নিয়ে এল 8GB RAM ও Dimensity 6080 প্রসেসর-সহ

শক্তিশালী 'স্টর্ম 5G', মাত্র 11,999/- টাকার প্রারম্ভিক মূল্যে

Kolkata, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : ভারতের অগ্রগণ্য স্মার্টফোন ব্র্যান্ড লাভা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড আজ উন্মোচন করল তাদের শক্তিশালী স্টর্ম 5G মোবাইল ফোন! বাছাই ব্যাঙ্ক অফারগুলির মাধ্যমে মাত্র 11,999 টাকার প্রারম্ভিক মূল্যে পাওয়া যাবে এই ফোন। ২৮ ডিসেম্বর থেকে এই মোবাইলটি শুধুমাত্র Amazon.in ও Lava e-store-এ উপলব্ধ হবে।

স্টর্ম 5G-তে রয়েছে মিডিয়াটেকের Dimensity 6080 প্রসেসর যার AnTuTu স্কোর 4,20,000-এর বেশি। ফলে এই শক্তিশালী প্রসেসরের সাহায্যে গেমিং হয় অনায়াস। বিলম্বহীন অভিজ্ঞতা দিতে এতে রয়েছে নিজের শ্রেণীতে সর্বাধিক 8GB RAM যা 16GB পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব- যা ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য আদর্শ। প্রসারণক্ষম 128GB ROM দেয় গেমস, অ্যাপ ও মাল্টিমিডিয়ার জন্য পর্যাপ্ত স্টোরেজ।

এই মোবাইলের বিরাট 17.22cm (6.78") FHD+ IPS ডিসপ্লেতে রয়েছে 120Hz-এর রিফ্রেশ রেট ও Widevine L1-এর সাপোর্ট যা অ্যানিমেশনের ঝাপসা ভাব দূর করে ও গেমিং বা ভিডিয়ো দেখার সময় বিলম্বহীন ও স্ফটিকস্বচ্ছ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এই স্মার্টফোনটি দু'টি দুর্দান্ত রঙের বিকল্পে পাওয়া যায়- গেল গ্রিন ও থান্ডার ব্ল্যাক এবং এতে রয়েছে সাম্প্রতিকতম নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যথা সাইড মাউন্টেড অতি-দ্রুত ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ফেস আনলক।

স্টর্ম 5G-র পিছনে আছে প্রিমিয়াম গ্লাস-ব্যাক ডিজাইন। এর 50MP মূল ক্যামেরা ও তার সঙ্গে দুর্দান্ত 8MP আলট্রা ওয়াইড ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা এনে দেয় অসাধারণ ফটোগ্রাফি ও সেলফির অভিজ্ঞতা। বড় 5000mAh ব্যাটারি ও তার সঙ্গে, শ্রেণীতে প্রথম 33W ফাস্ট চার্জিং এই মোবাইলের দৈনন্দিন ব্যবহার নিশ্চিন্ত ও বাধাহীন করে তোলে।

এ ছাড়া, Storm 5G একেবারে পরিচ্ছন্ন, ব্লটওয়্যারমুক্ত স্টক Android 13-এ চলে, যা ব্যবহারকারীদের শুদ্ধ ও সহজ অ্যান্ড্রয়েডের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এই মোবাইলে দেওয়া হচ্ছে Android 14-এর নিশ্চিত আপগ্রেড ও দুই বছরের নিরাপত্তা আপডেট। গ্রাহককেন্দ্রীক ব্র্যান্ড হওয়ার ফলে লাভা তাদের স্মার্টফোনে কোনও ধরণের ব্লটওয়্যার ইনস্টল না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইআইআরসি -আইসিএআই-এর ৪৮ তম

আঞ্চলিক সম্মেলন দক্ষতা এবং উদ্ভাবনের এর সাথে শেষ হল

Kolkata, 19th December, 2023: নিউজ সারাদিন : ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকান্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই)-এর ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিল (ইআইআরসি) তার বার্ষিক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ৪৮ তম আঞ্চলিক সম্মেলন ১৫ এবং ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল, যেখানে ২৬৫০ জনেরও বেশি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ফিন্যান্স পেশাদার এবং দেশের অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

ইআইআরসি-এর উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন হল এর ভ্রাতৃত্বকে ইনস্টিটিউটের কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং তাদের ক্রমাগত পেশাদার হিসাবে বেড়ে উঠতে সক্ষম করা। উপরোক্ত প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সম্মেলনের থিম নির্ধারণ করা হয়েছিল "ক্ষমতা তৈরি করুন, মান বৃদ্ধি করুন, উন্নয়ন নিশ্চিত করুন"।

আইসিএআই প্রেসিডেন্ট সিএ অনিকেত সুনীল তালাটি, "স্বনির্ভর ভারতের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুবদের ক্ষমতায়ন" বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময়, স্বনির্ভর ভারতকে উন্নীত করার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুব ক্ষমতায়নকে তুলে ধরেন। মূল কৌশলগুলি হল শিক্ষা সংস্কার, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, উদ্যোক্তা সহায়তা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, যুবদের অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন। একটি স্বনির্ভর ভারত তার যুবকদের সম্মিলিত ক্ষমতায়নের উপর নির্ভর করে।

শতাংশ ডিএ ভিক্ষা!

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই কটাক্ষের বাণ বিরোধীদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বড়দিনের উতসবের উদ্বোধনেই বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারির কর্মচারীরা বর্তমানে ৪৬ শতাংশ ডিএ পান। অক্টোবরেই ৪২ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৬ শতাংশ। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা এতদিন ছিল ৬ শতাংশ।প্রসঙ্গত, এদিন অ্যালেন পার্কে কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহার্ঘভাতা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করার সময়েই বলেছেন, এই ডিএ বাড়ানো রাজ্য সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক নয়, এটি ঐচ্ছিক। সেই নিয়েও এদিন কটাক্ষ করেছেন দিলীপ ঘোষ। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও বলেছেন, "সামনে লোকসভার ভোট। মুখ রক্ষার জন্য এসব করা হচ্ছে। ৪ শতাংশ দিয়ে কী হবে! ফারাক তো এখনও অনেকটাই থেকে গেল। কেন্দ্রের সমান সমান দিতে হবে।"এবার রাজ্যের তরফে আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাড়ানোয় কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র ফারাক হল ৩৬ শতাংশ।

নতুন বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই নতুন হারে মহার্ঘভাতা কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা ১০ শতাংশ ডিএ পাবেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরও বিশেষ সন্তুষ্ট নয় ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। তাদের বক্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রী ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন। ডিএ-র ব্যবধান ছিল ৪০ শতাংশ। ৪ শতাংশ ডিএ দিয়ে আমাদের ভোলাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমরা ভিক্ষা চাইছি না। ডিএ চাইছি।"বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষও এই ডিএ ঘোষণাকে 'ভিক্ষা' বলে কটাক্ষ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মহার্ঘভাতার সঙ্গে তুলনা টেনে বললেন, "অন্যান্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় এটা তো ভিক্ষা। অত্যাধিক উত্তেজনা বাড়লে, রাজ্য সরকার একটু জল ছিটিয়ে দেয়। এতে তো দাবি পূরণ হচ্ছে না। সরকারি কর্মচারীরা ভেবে নিন, তাঁরা কী করবেন।"

১-ম পাতার পর

জঙ্গলমহলে ফের ভারী বুটের শব্দ, কেন্দ্রীয় জওয়ান ঘুরছে

আসে গাছ পাচারকারীরা শালগাছ কাটছে। যদিও কাউকে ধরা যায়নি। দুর্নীতির অভিযোগে বনমন্ত্রী জেলে। এদিকে আবার বন কেটে সাফ করার অভিযোগ উঠছে জঙ্গলমহলে। বহুমূল্যবান শাল গাছ কেটে উড়িয়ে দিচ্ছে চোরা কারবারিরা। এবার সেই কুকর্ম রুখতে ময়দানে বনদফতর। স্নিফার ডগ ও সিআরপিএফ নিয়ে জঙ্গল রক্ষায় দফতরের কর্মীরা। ঝাড়গ্রাম জেলায় গাছ চুরি রুখতে সিআরপিএফে ভরসা রাখছে তারা।

প্রধানমন্ত্রী, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া,

জে ডি (এস) কর্ণাটকের প্রধান এবং এইচ ডি রেভান্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সঙ্গে ছিলেন কর্ণাটক জে ডি (এস)-এর প্রধান শ্রী এইচ ডি কুমারস্বামী ও শ্রী এইচ ডি রেভান্না।

দেশের উন্নয়নে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।

এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন : "প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া, শ্রী এইচ ডি কুমারস্বামী ও শ্রী এইচ ডি রেভান্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ সর্বদাই আনন্দের হয়।

দেশের উন্নয়নে দেবেগৌড়াজির দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকার কথা ভারত সর্বদাই আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করে। বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিল দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।"

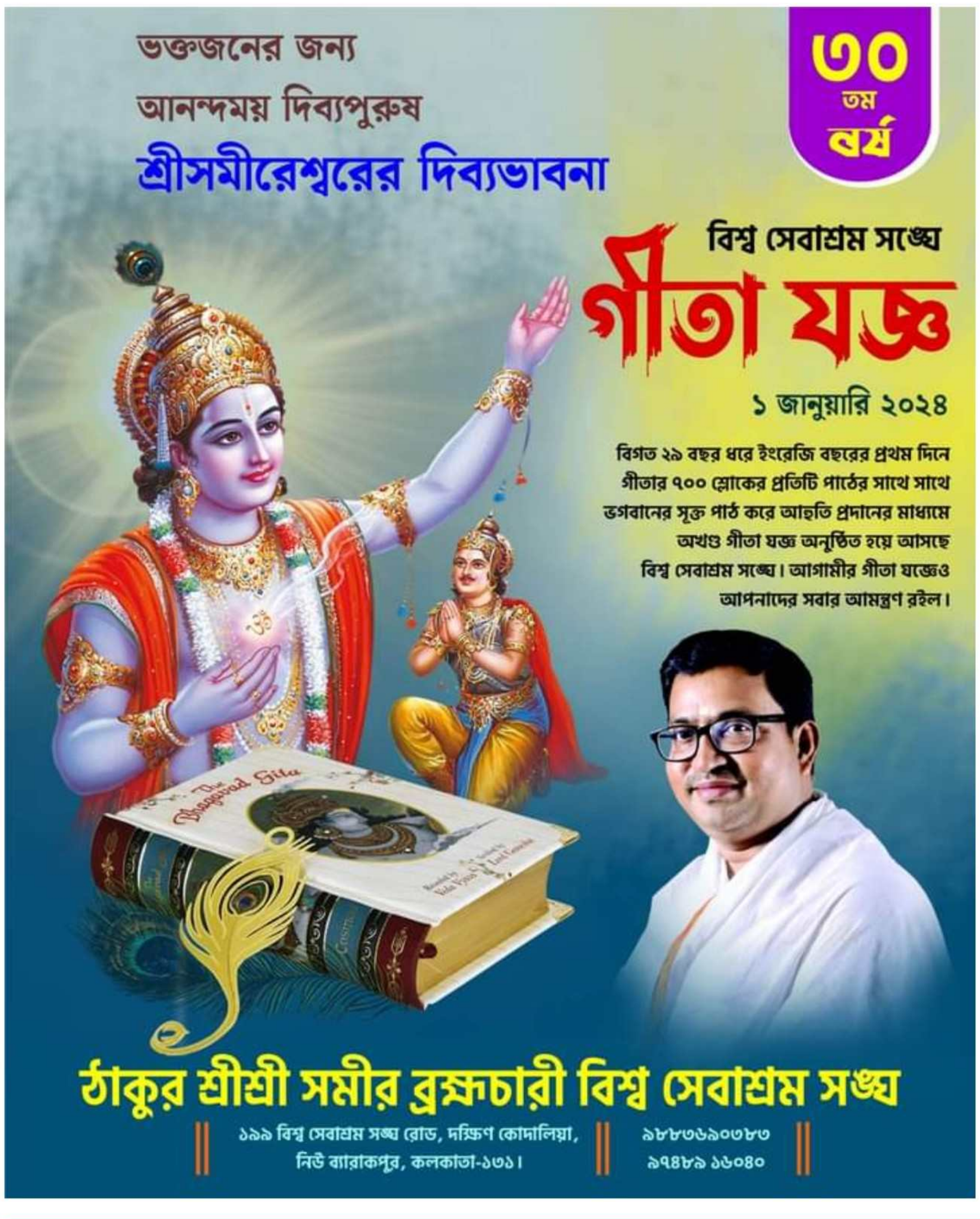

১-ম পাতার পর

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব

লোকজন আছে সেটা আমি বাস্তবে দেখিয়ে দিতে , লোকাল পুলিশ প্রশাসন যেসব ব্যক্তিদের আইনগতভাবে আটকে এলাকায় ঢুকতে দিচ্ছে না তাদেরকে ঢুকতে দিক তাহলে প্রমাণ পেয়ে যাবে কার কত জনসমর্থ আছে। আমাদেরকে কেউ সাপোর্ট করে না কেউ পিছনে নেই আমি একা এমনই কথা অনেকের মুখ থেকে শোনা যায়, তাহলে কুড়িটা বছর কিভাবে আমি লেখালেখি জগতের সাথে মেরুদন্ড সোজা করে রেখে আজকের দিন পর্যন্ত কাজ করে চলেছি। এক্ষুনি সত্যি কথাগুলো সবার সামনে নিয়ে আসলে আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে দেয়া হবে বিগত দিনে দেয়া হয়েছিল। তবে যেসব রাজনৈতিক নেতাদের কথা শুনে আজ আমার পরিবারের নিরাপত্তা দিচ্ছে না পুলিশ, আগামী দিনে পুলিশ জানবে যে সত্যি কি হতে চলেছে। আমাকে খুন করবে আমি জানি ও আমার পরিবারের সমস্ত জমি জায়গা কেড়ে নেবে তার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে সেটাও জানি। তবুও বলছি উপরতলার কিছু পুলিশ কর্তার উপরে আমার ভরসা রয়েছে চিরকালই আশা করি তারা আমার এই কথাগুলি জানার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। তা না হলে আমাদের মতন লেখক সম্পাদককে সত্যিই রাজনীতিতে নামতে হয় তো আগামী দিনের এই ভয়ংকর ইতিহাসটা আরও ভয়ংকর জায়গায় চলে যাবে। আমি রাজনীতি করতে চাই না লেখক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে থেকে পুলিশ প্রশাসন ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাছে নিরাপত্তার দাবি তুলছি। তবে পুলিশ প্রশাসন এটা জানা দরকার বিভিন্ন কৌশলে খুন করে দিতে পারে বা মেরে দিয়ে আত্মহত্যা বা সাধারণ মৃত্যু বলে চালানোর পরিকল্পনায় মৃত্যুঞ্জয় সরদার বিরুদ্ধে অব্যাহত রয়েছে।মৃত্যুঞ্জয় বাবু দুর্নীতির সাথে আপোষ করে না বলেই আজকে তার এই পরিণতি। এক প্রকার তাকে ঘর বন্দি থাকতেই হয়। আর তাকে মারার জন্য সুপারি দিয়েছে বড় চক্রের হাতে, আশঙ্কা প্রকাশ করছে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের লোকজন। এদিকে পুলিশ প্রশাসন কোনোভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছে না, সত্য কথা সহজে লেখার পরিনাম সম্পাদকের পরিণতি ভয়নক। তবে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদার কৌশল ভাবে মেরে দিলে সমাজের আরো ভালো কাজ বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করছে অনেকেই। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তার দাবি তুলেছে জাতীয় স্তরের সাংবাদিক সংগঠন ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়নের রাজ্য প্রেসিডেন্ট মৃত্যুঞ্জয় সরদার দীর্ঘদিন নির্বাচিত হয়ে আছে ভারত বর্ষ তথা রাজ্যজুড়ে এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট পদে। অথচ লোকাল প্রশাসন পুলিশ মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে তেমনি ভাবে গুরুত্ব দেয় না বলে জানা যায়, তবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা যদি না দেয়,তাহলে আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বহু সাংবাদিক সংগঠন একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নামবে । পুলিশ প্রশাসনের আগে থেকেই কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার খবর থাকার সত্ত্বেও কেনই বা পদক্ষেপ নিচ্ছে না । প্রশাসনের একাংশ চাইছে মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যাক। কেনই বা তাকে নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে না এ প্রশ্ন উঠেছে ।এদিকে

অন্যায়কে বরদাস্ত করে না বলে, খুন হয়ে যেতে পারে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার তাতে লোকাল রাজনৈতিক নেতারা একভাবে সুবিধা পাবে, সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। কিসের কারণে দিনের পর দিন বিভিন্ন অত্যাচার এই পরিবারটার উপরে শারীরিক মানসিক অমানবিক ভাবে হয়। ক্যানিং লোকাল ট্রেনে উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে ফোনটি তুলে নিল সম্পাদকের পরিবারের লোকজনের কাছ দিয়ে, ফোন তুলে নেওয়ার এক মিনিটের মধ্যে লোকাল প্রশাসনকে জানিও তেমনি কোন সুবিধা আজ মেলেনি। ফোন চুরি হয়ে গেলে ক্যানিং জিআরপিতে হারিয়ে যাওয়ার ডায়েরি করতে হয়, এটা তো ঠিক অবাক হয়ে যাওয়ার মতন কথা। সবচেয়ে বড় কথা যদি ফোনটি উদ্ধার করে দেয় তাহলে সবকিছু মেনে নেওয়া সম্ভব। কিসের উদ্দেশ্যেই এমনই ঘটনা বারবার ঘুরছে যা প্রশাসন জেনেও নির্বাক কেন, তাহলে কি সম্পাদক যেকোনোভাবে খুন বা মারা গেলেই রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে এক শ্রেণী নেতারা। সেই পরিকল্পনা কি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কৌশলে হতো, তবে হঠাৎ মৃত্যু যে কোনোভাবে যদি হয়ে যায় সম্পাদকে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। এই বর্বরতার হাত থেকে মনে হয় এরাই দেবে না বলেই ,উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে বিভিন্ন কৌশলগত অত্যাচার চলছে। লোকাল রাজনৈতিক এক নেতা নাম প্রশাসন জানিও তার কি উদ্দেশ্য বারবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে বিভিন্নভাবে ডিস্টার্ব করছে। প্রশ্ন হলো এই রাজনৈতিক নেতারা প্রশাসনিকভাবে জেট ক্যাটাগরি ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা এই ব্লকে পায় ,যে ব্লকে সম্পাদক থাকে এই ব্লকের সম্পাদকের নিরাপত্তার অভাব অথচ প্রশাসনিকভাবে কোন নিরাপত্তা দেয়া হয় না। কাগজের সম্পাদকের কি নিরাপত্তার অভাবের জন্যই এহেনে অবিচার চলছে। রাজনৈতিক নেতারা চাইছে মৃত্যুঞ্জয়কে যে কোন কৌশলগতভাবে মেরে দেয়া হোক , সেটা ঘটে গেলেই লাভ হবে একশ্রেণী রাজনৈতিক নেতাদের। সেই কারনে নেতারা এতটাই মরিহা হয়ে লেগেছে। লোকাল সব খবর কম বেশি থাকার সত্ত্বেও কেমন যেন নির্বাক হয়ে রয়েছে। এদিকে কয়েকদিন আগেই

কি বর্বরতা কাগজের সম্পাদকের উপরে চলছে, একদিকে কৌশল করে প্রশাসনকে দিয়ে অত্যাচার চালালো। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতারা কৌশল করে জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই প্রশ্ন ছোট কাগজের সম্পাদককে কি জোর করে রাজনৈতিক করানোর অনুমতি দিয়েছেন আপনার দলের নিচু তলার কর্মীদের। তা না হলে কেনই বা সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের উপর বিভিন্নভাবে অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছেন। ক্যানিং প্রেস কর্নার করানোর জন্য ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদারের সামনে কয়েকজন সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কাগজের সম্পাদক কে অপমান এবং মারধর হয়েছিল,তার কোন সুরাহ আজ হলো না। নিচের তলার পুলিশ কর্মীরা এমনভাবে অমানবিক অবিচার ও অত্যাচার করছে যাতে মৃত্যুঞ্জয় সহ তার পরিবার যে কোনভাবে যেন আত্মহত্যা করে। বা কোন কারণে মাথা গরম হয়ে কিছু অপীতিকার ঘটনা ঘটায় সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। যখন মানুষ আইনের উপরে ভরসা হারিয়ে যায় তখন সে নিজের বিচার নিজেই করে নেয়, সে কথা স্পষ্ট জানাচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। গতকাল সকালে তার পরিবারকে নিয়ে একটু ক্যানিং বাজারে গেছিল কেনাকাটা করতে, মৃত্যুঞ্জয় সরদারের চার বছরের ছোট মেয়েটি খিদে পেতে একটি দোকানের সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে খাবার নিচ্ছিল সেখানে কোন জ্যাম বা কোন সমস্যা ছিল না পিছনে অনেক টোটো , ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদার বেশ কিছুটা দূরে ডিউটিতে তো ছিল, তারপরে কিভাবে এক পুলিশের কনস্টেবল এসে টোটোই লাঠিচার্জ করতে গিয়ে সম্পাদকের গায়ে মারল। কে এই কনস্টেবল কে মারার জন্য অনুমতি দিয়েছিল, যদি কোন সমস্যা থাকতো তাহলে এসে মুখে বলতেই পারতেন। এ বিষয়ে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবুর সাথে সম্পাদক জানালে বলেন এ যেমন জনগণ যেন তেমন তার পুলিশ, তবে কে ছিল ওই পুলিশ কনস্টেবল তা খোঁজ নিয়ে দেখছি বলে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত বাবু জানিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এইভাবে কি রণকৌশল করে সম্পাদককে হেনস্থা ও অত্যাচার চালিয়ে কোন কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন ফেলতে চাইছে। না লোকাল সাংবাদিক ও একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা পুলিশের দাঁড়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের উপরে অত্যাচারের খাড়া নামাতে চাইছে। সবকিছুই সঠিক ভাবে দেখা উচিত উচ্চতর পুলিশ প্রশাসনকে। এ ঘটনায় প্রায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তাহলে কি সত্যি কথা লেখার জন্য, দীর্ঘ

ক্রমশঃ

সংসদ ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে

হঠানো হলো দিল্লি পুলিশকে

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : সংসদে রং বোমা কাণ্ডের পরেই প্রশ্নের মুখে পড়েছিল দিল্লি পুলিশ। শেষ পর্যন্ত সংসদের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো দিল্লি পুলিশকে। পরিবর্তে নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর (সিআইএসএফ) হাতে। তবে সংসদ ভবনের বাইরে পাহারায় মোতায়েন থাকছে দিল্লি পুলিশ।সংসদ হানার পরেই দিল্লি পুলিশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তাতে অস্বস্তিতে পড়তে হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। কেননা দিল্লি পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন। তাই তড়িঘড়ি সংসদ ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে পর্যালোচনায় বসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা। আর ওই বৈঠকেই সংসদ ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।গত ১৩ ডিসেম্বর সংসদ চলাকালীনই লোকসভার দর্শক গ্যালারি থেকে ঝাঁপ দিয়ে সাংসদ আসনে পৌঁছে যান মনোনরঞ্জন ডি ও সাগর শর্মা নামে দুই যুবক। সাংসদদের লক্ষ্য করে রং বোমাও ছোড়ে তারা। পরে অবশ্য দুই জনকেই পাকড়াও করে নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে তুলে দেন সাংসদরা। ওই একই সময় সংসদ ভবন চত্বরে 'তানাশাহি নেহি চলেগা' বলে স্লোগান দেন আরও দু'জন বিক্ষোভকারী। তাদেরও গ্রেফতার করা হয়। সংসদ হানার পরের দিন দিল্লির কর্তব্যপথ থানায় আত্মসমর্পণ করেন সংসদ হানার মূল পরিকল্পনাকারী ললিত ঝাকে। আর তাঁকে পালানোয় সাহায্য করায় উমেশ কুমাওয়াত নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩৪৬ সংখ্যা ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ০৫ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

শ্রেণীকক্ষে নির্বাচনী শিক্ষা

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক এবং নির্বাচন কমিশন ২০২৩-এর দোসরা নভেম্বর একটি সমঝোতাপত্র বা মউ স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী স্কুল ও কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় নির্বাচন সংক্রান্ত ও ভোটদান সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হবে। আগামীদিনে নতুন ভোটারদের যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে এই পদক্ষেপ। এই মউ স্বাক্ষরের অন্যতম উদ্দেশ্য হল এর মাধ্যমে দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে তরুণ নাগরিকদের সম্পূর্ণ অবহিত করা, তাদের ভোটদানের আগ্রহ বাড়ানো এবং প্রত্যেক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করানো। এই মউ অনুযায়ী ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রমে এনসিইআরটি-এর বইয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত পাঠক্রম প্রস্তুত করা হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিষয়বস্তু তৈরি করা হবে।

শ্রেণীকক্ষের পাঠক্রম ছাড়াও এই মউ-এর মাধ্যমে স্কুল/কলেজে নির্বাচন সংক্রান্ত ক্লাব ও গণতন্ত্র কক্ষ গড়ে তোলা হবে। প্রত্যেক পড়ুয়াকে ভোটদানের জন্য সংকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হবে। আয়োজন করা হবে মহড়া নির্বাচনের। ইভিএম-ভিভিপ্যাট সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে এবং নির্বাচন কমিশনের মোবাইল অ্যাপ সম্পর্কেও যথাযথ তথ্য প্রদান করা হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পরিষদের নির্বাচনে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি অন্নপূর্ণা দেবী।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১ হাজার কোটি টাকার বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা

পূরণ করল প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি পরিযোজনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি বছরে ১ হাজার কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি করে জেনেরিক ওষুধ বিক্রির ইতিহাসে নয়া নজির সৃষ্টি করেছে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি পরিযোজনা (পিএমবিজেপি)। দেশের ৭৮৫টিরও বেশি জেলার জন ঔষধি কেন্দ্র থেকে ওষুধ কেনার ফলে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। গত ৯ বছরে জন ঔষধি কেন্দ্রের সংখ্যা ১০০ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে মাত্র ৮০টি এ ধরনের কেন্দ্র ছিল। এখন সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১০ হাজারে পৌঁছে গিয়েছে, যেগুলি দেশের প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে দেশে ২৫ হাজার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

৩০ নভেম্বর, ২০২৩-এ ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের এইমস-এ ১০ হাজারতম জন ঔষধি কেন্দ্রের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের মানুষের কাছে সহজে ওষুধ প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করেন। মার্চ, ২০২৬ সালের মধ্যে সরকার দেশে ২৫ হাজার জন ঔষধি কেন্দ্র চালুর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। সেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, দেশের সমস্ত জেলা থেকে অনলাইনে পিএমবিআই-এর সরকারি ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.janaushadhi.gov.in-এ আবেদনপত্র পেশ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া, আরও বিশদে জানতে জাতীয় টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১৮০ ৮০৮০-এ ফোন করা যেতে পারে।

এই প্রকল্পে দেশে বর্তমানে ১০ হাজারের বেশি জন ঔষধি কেন্দ্র চালু রয়েছে। পিএমবিজেপি-তে ১,৯৬৩ রকমের ওষুধ এবং ২৯৩ ধরনের সার্জিক্যাল সামগ্রী পাওয়া যায়। গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, গুয়াহাটি এবং সুরাতে পাঁচটি গুদাম রয়েছে। এছাড়া, প্রত্যন্ত এবং গ্রামাঞ্চলে ওষুধ সরবরাহ বজায় রাখতে গোটা দেশে ৩৬ জন ডিস্ট্রিবিউটার কাজ করছেন। পিএমবিজেপি-তে এখন আয়ুর্বেদিক ওষুধও পাওয়া যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ সেখানে তাঁদের সাধ্যের মধ্যে ওষুধ কেনার সুযোগ পাচ্ছেন।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মা সরস্বতীর জ্ঞানের দেবী, বিদ্যার দেবী, ললিতকলার দেবী। তাই রবীন্দ্রনাথের সময়ে সরস্বতীর দেবীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে সরস্বতী পুজো উৎসব আকারে পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের “পুরষ্কার” কবিতায় আবেগঘনভাবে সরস্বতীর বন্দনা করেছেন। উত্তর ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, নেপাল ও বাংলাদেশে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

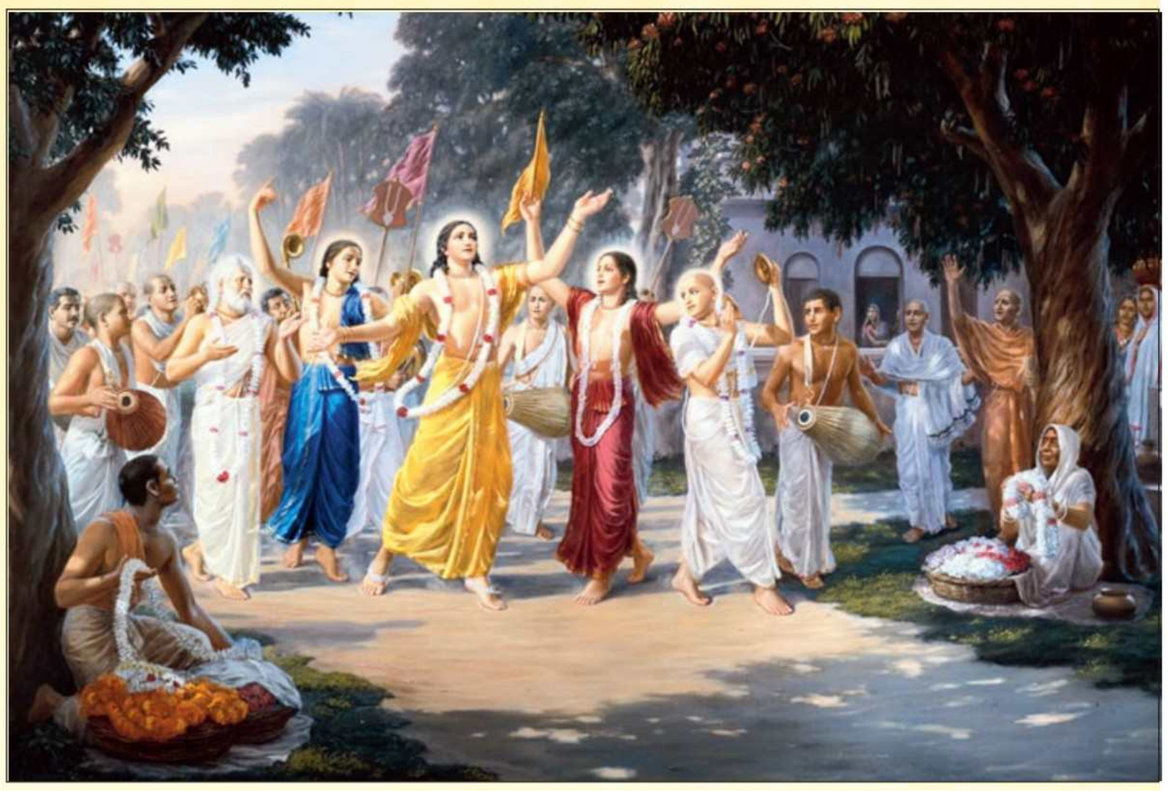

আমলে গঙ্গা নবদ্বীপের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে প্রবাহিত ছিল। মায়াপুরের পাশে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল না। এখন যে স্থানটিকে মায়াপুর বলা হচ্ছে সে যুগে এই স্থানটি ছিল কাজীর বাড়ির দক্ষিণে মূলত শূদ্র-পল্লি , ব্রাহ্মণ-পল্লি নয়। সুতরাং বর্তমান মায়াপুরে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান ছিল এ কথা ভাবার পেছনে কোনও ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির আরম্ভেতে।

নহিল যে নামের ব্যত্যয় কোন মতে।।“

যৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়।

তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয়।।

কথোকাল পরে কথোগ্রাম লুপ্ত হৈল।

কথোগ্রাম নাম লোকে অস্তব্যস্ত কৈল।।“

এই প্রবন্ধের উৎস এই পরিপ্রেক্ষিতেই। শব্দের বিকৃতিকরণ ও গ্রাম লুপ্ত হয়েছিল এ ব্যাপারে গ্রন্থে উল্লিখিত থাকলেও অনেকে ভক্তিরত্নাকরকে কাল্পনিক গ্রন্থ বলেছেন। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় এই গ্রন্থ কাল্পনিক কিন্তু শ্রীমায়াপুরের জনজীবনে বর্তমানেও যে বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে স্পষ্টতই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মায়াপুর শব্দটিরও বিকৃতিকরণ ঘটেছিল। যদিও কোথাও স্পষ্টত মায়াপুর শব্দটিরই বিকৃতিকরণের উল্লেখ নেই। এই শব্দের বিকৃতিকরণ তত্ত্বটি কিছু গ্রন্থ উল্লেখ থাকলেও বিস্তারিত আলোচিত নেই। এইজন্যই প্রবন্ধটির অবতারণ।

প্রথমত, মায়াপুর একটি সংস্কৃত শব্দ। দ্বিতীয়ত, বহু গ্রাম যে লুপ্ত হয়েছিল তার প্রমান কেদারনাথ দত্তের মায়াপুর আবিষ্কার। দীর্ঘ সময় মায়াপুর- বামুনপুকুর ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় পরিদর্শন, সমস্ত বয়সের ব্যক্তির সাথে কথোপকথন, এবং তার লিপিবদ্ধকরনের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় সংস্কৃত শব্দ মায়াপুরের নাম পরিবর্তন হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। এইরকম সিদ্ধান্তে আসার পিছনে বেশ কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া যাচেছ। লিপিবদ্ধকরণসমূহ তথ্য থেকে দুটি চাঞ্চল্যকর বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে। এক, বিভিন্ন শব্দ বিকৃত করে বলার প্রবণতা। দুই, বিভিন্নপাড়া এমনকি গ্রামের নাম বিকৃত করে বলার প্রবণতা। বেশকিছু শব্দ যা এখনও মায়াপুর, বামুনপুকুর ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের তৃণমূল স্তরে গিয়ে কথাবার্তা বলা যায় তাহলেই বোঝা যাবে কীভাবে এই আধুনিক যুগেও শব্দের বিকৃতকরণ করা হয়। যেমন- রামকে আম, রক্তকে অক্ত, রথকে অথ, টাকাকে টেকা, রাস্তাকে আস্তা, কাঁঠালকে কাটাল, লিচুকে নিচু বা ইচু, লাল রংকে নাল অং প্রভৃতি।

বিভিন্ন নির্দিষ্ট শব্দ বিকৃত করে বলার প্রবণতা ছাড়াও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে পাড়ার নাম, বাসস্ট্যান্ডের নাম, এমনকি গ্রামেরও বিকৃত নাম। যারমধ্যে সরকারিভাবেও চিহ্নিত হয়েছে বিকৃত করা নামের দ্বারা। যা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- বর্তমান সোনডাঙ্গা গ্রামটির নামের উৎপত্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই গ্রামের নাম কখনই সোনডাঙ্গা ছিল না, ছিল সেনডাঙ্গা যা সেন বংশীয়দের অনুসারে নামকরন হয়েছিল তা বিকৃত হতে হতে এখন সোনডাঙ্গা। এখনও বর্তমানে রয়েছে সেন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। সেনডাঙ্গা- সুনডেঙ্গা / সুননেঙা- সোনডাঙ্গা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এখনও কেউ কেউ সুননেঙাই বলে থাকেন। এই বর্তমান সোনডাঙ্গার অন্তর্গত কয়েকটি বাসস্ট্যান্ড এর নাম ইন্দিরাপল্লী, পান্ডবতলা যাকে বিকৃত করে বলা হয় ইন্দ্রাপল্লী, পন্ডপতলা। আবার শ্রীমায়াপুর ডাকঘরের অন্তর্গত মোল্লাপাড়া যাকে বিকৃত করে বলা হয় মুল্লাপাড়া, সরকারিভাবে মোল্লাপাড়া হওয়া সত্ত্বেও। এইরকম আরেকটি গ্রাম গোমাঘর যাকেও অনেকে বিকৃত করে বলে থাকেন গুমাঘর। গোমাঘরের পাশের গ্রাম সডডাঙ্গা যাকে বলা হয় সডডেঙা।বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও এই ধরনের পাড়া, গ্রামের নাম, বিভিন্ন শব্দ বিকৃত করার প্রবনতা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় সেই সময় কী পরিমাণে বিকৃতিকরণ চলেছিল। উপরন্তু মায়াপুর শব্দটি হল সংস্কৃত শব্দ। তাই বলাই যেতে পারে চৈতন্য পরবর্তীকালীন তার জন্মস্থান কিছু সময়ের জন্য লুপ্ত অবস্থায় ছিল তারপর সেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের বসবাস এর ফলে তাদের দ্বারা সংস্কৃত শব্দ মায়াপুর থেকে মিয়াপুর/ মেয়াপর/ মিঞাপুর হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। এপ্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গত ২০ শে মাঘ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ থেকে ৩রা চৈত্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বা ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭ ই মার্চ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুরে “শ্রীধাম মায়াপুর - নবদ্বীপ প্রদর্শনী” নামে একটি অভূতপূর্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল। যার শুভসূচনা করেছিলেন বঙ্গসন্তান বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি তার অভিভাষণে বলেছিলেন- “আজ আমার বড় সৌভাগ্য। আমি এমন একটা পবিত্রস্থানে এসেছি, যেখানে রেণু পরমাণুর সহিত মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত । স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্য আরেক রূপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তার মৃত্যু নিয়ে বহু বিতর্কিত রয়েছে তিনি খুন হয়েছিলে। না আত্মহত্যা, না স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে বহু বিতর্কিত আজও। তবে আমরা মেনে নিয়েছে শ্রীচৈতন্যের তথা নিমাইয়ের; ১৫৩৩; সালের ১৪ জুন মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে আষাঢ় মাসে পুরীধামে মৃত্যু হয়। শ্রীচৈতন্যের ভাবধারা প্রসারিত করতে কোলকাতার বাগবাজারে ১৬,০০০ বর্গফুট জুড়ে তৈরি হয়েছে বিশ্বের প্রথম শ্রীচৈতন্য সংগ্রহশালা । শ্রীচৈতন্যদেব স্বাভাবিক মৃত্যু, না হত্যা ,সেই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে যেটুকু তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এই লেখাতে সম্পূর্ণ হল আংশিকভাবে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি।জগন্নাথ মন্দিরের নথি 'মাদলা পাঞ্জী'তে আছে, ১৫০৮-০৯ সালে আরাম্বাগ জেলার মন্দারণশিবির থেকে বেড়িয়ে শাহ ইশমাইল গাজী বিদ্যুৎগতিতে যাজপুর-কটকে অভিযান চালিয়ে বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে পুরী পর্যন্ত এগিয়ে যান। এই যুদ্ধজয়ের স্মারকমুদ্রায় যাজনগর ওড়িশার উল্লেখ করা হয়। মুসলমান সেনাদলের এই আকস্মিক অভিযানের খবর পেয়ে গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁর দক্ষিণ অভিযান থেকে ফিরে আসেন এবং আগ্রাসী মুসলিমবাহিনীর পিছু ধাওয়া করে আরামবাগের নিকট মন্দারণ পর্যন্ত চলে আসেন। বিজয়ী ওড়িয়াবাহিনী মন্দারণ দুর্গ অবরোধ করে কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক জনৈক উচ্চপদস্ত রাজকর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় শেষ পর্যন্ত দুর্গ টি অধিকার করতে ব্যর্থ হয়।' অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'ডানকি' ছবিকে ক্যারিয়ার সেরা দাবি করে যা বললেন শাহরুখ

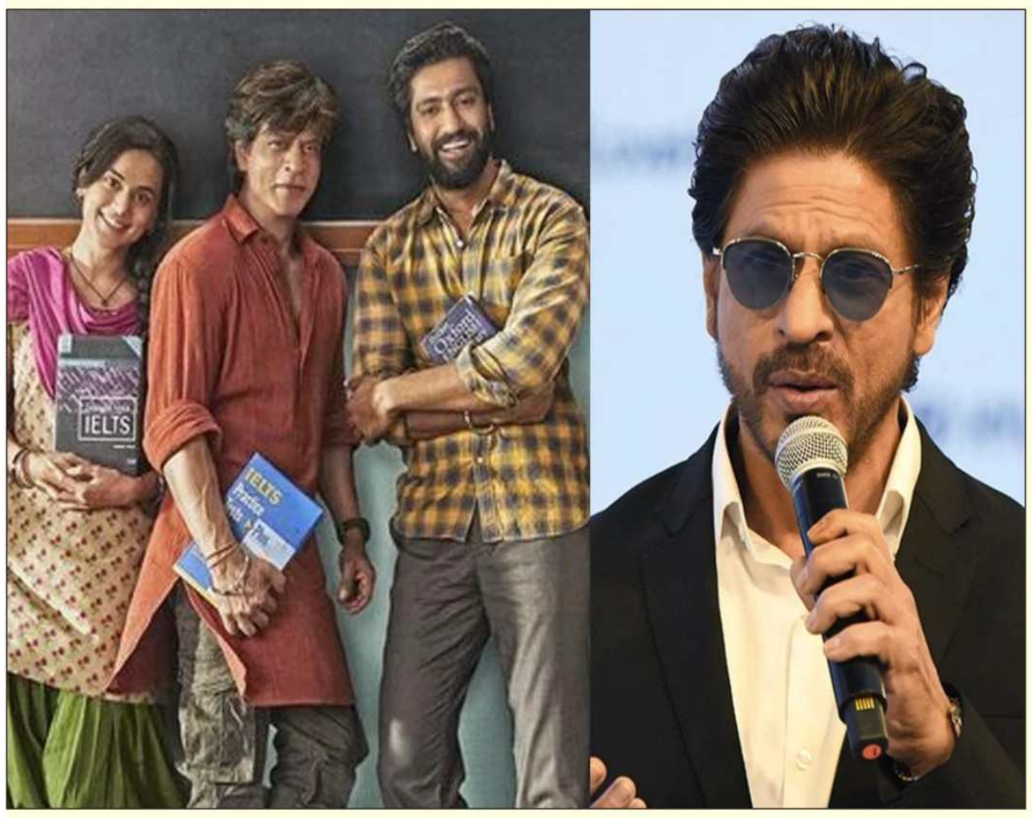

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'পাঠান' ও 'জওয়ান' ছবির টানা সাফল্যের পরে এবার ২১ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের বহুল আলোচিত সিনেমা 'ডানকি'। বলা হচ্ছে, সফলতম নির্মাতা রাজকুমার হিরানির সঙ্গে প্রথমবার কাজেই বাজিমাত করেছেন কিং খান। তাই 'ডানকি'কে দিয়েছেন ক্যারিয়ারের সেরা সিনেমার তকমা।

সিনেমাটির মুক্তি উপলক্ষে বরাবরের মতো দুবাইতে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন শাহরুখ খান। সেখানে 'ডানকি' সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সিনেমার তিনটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বলেন শাহরুখ নিজেই। তিনি বলেন, 'এটা রাজকুমার হিরানি নির্মাণ করেছেন। আমার ক্যারিয়ারের সেরা ছবি। আর মুক্তি পাচ্ছে ২১ ডিসেম্বর।'

অনুষ্ঠানে দুবাইয়ের বিখ্যাত গ্লোবাল ভিলেজে হাজার হাজার দর্শকের সামনে পারফর্ম করেছেন, নিজের ছবির বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন শাহরুখ। শাহরুখ বলেন, 'আমি চাই আপনারা বাবা-মা, বাচ্চা, স্বামী-স্ত্রীসহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে যান। এই ছবিটিতে অনেক সুন্দর বার্তা আছে। আমি জানি, আপনারা অনেকেই নিজের ঘর ছেড়ে দুবাইকে দ্বিতীয় ঘর বানিয়েছেন। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকাসহ উপমহাদেশের অনেকেই এখানে আছেন। আপনারা ঘর থেকে দূরে আছেন, কিন্তু এই ঘরকে (দুবাই) আপন করে নিয়েছেন। নিজের ঘরের প্রতি আপনাদের কত ভালোবাসা এবং সেখানে ফেরার কী তীব্র আগ্রহ; আমাদের ছবিটা এরকম অনুভূতির গল্পেই বানানো হয়েছে।'

'ডানকি'তে শাহরুখ খানের সঙ্গে আছেন তাপসী পান্নু, ভিকি কৌশল, বোমান ইরানি, বিক্রম কোচ্চার, অনিল গ্রোভার, জ্যোতি সুভাস প্রমুখ। প্রচারণা ব্যয়সহ সিনেমাটির বাজেট ১২০ কোটি রুপি। সিনেমাটি বাংলাদেশেও মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে।

তিরুপতির মন্দিরে রণবীরকে ছাড়াই দীপিকা, নতুন গুঞ্জনের শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ক'দিন আগে 'কফি উইথ করণ' অনুষ্ঠানে অতিথি হয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। পরিচালক ও সঞ্চালক করণ জোহরের এই সেলিব্রিটি শোতে ব্যক্তিজীবন নিয়ে এমন কিছু কথা বলেছেন, যা শুনে হতবাক অনেকেই। শুধু তা-ই নয়, রীতিমতো কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছে তাঁকে। কারণ, এ শোতে দীপিকা অকপটে স্বীকার করেছেন, রণবীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীন একাধিক পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন তিনি। আর তা শুনেই নেটদুনিয়ার বাসিন্দারা দুয়োধ্বনি দেওয়া শুরু করেছেন।

অনেকেরই মত, শোতে একটু বেশি সত্য কথা বলে ফেলেছেন দীপিকা; যে কারণে এখন এর মাশুল নাকি গুনতে হচ্ছে তাঁকে! দাম্পত্য জীবনেও ধরেছে ফাটল। তিরুপতি মন্দির দর্শনে অভিনেত্রীর পাশে স্বামী রণবীর সিং না থাকা এর বড় প্রমাণ। যদিও নেটিজেনদের এসব মন্তব্যের কতটুকু সত্য, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ, এসব বিষয়ে দীপিকা নিজেও মুখ ফুটে কিছু বলেননি এমনটিই উল্লেখ করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। একই সঙ্গে এও জানিয়েছে, জীবনের যে কোনো বড় কাজের আগে তিরুপতির মন্দিরে যান দীপিকা পাড়ুকোন। বহু বছর ধরে এরীতিই মেনে চলছেন অভিনেত্রী। রণবীর সিংয়ের সঙ্গে বিয়ের পর প্রথম তিরুপতি দর্শনেই যান অভিনেত্রী।কিন্তু এবার মন্দির দর্শনে দীপিকা একা কেন-এ প্রশ্নই অনেকের মাথায় ঘুরছে। অবশ্য এর আগেও বেশ কয়েকবার এদুই তারকার দাম্পত্যে চিড় নিয়ে কানাঘুষা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এরপরই সব মিথ্যা প্রমাণ করে একসঙ্গে করণের শোতে হাজির হয়েছিলেন তারা। শুনিয়েছিলেন তাদের প্রেমের গল্প। তাদের ঘনিষ্ঠদের মত, এবারও তাদের মধ্যে কোনো রকম ঝামেলা হয়নি। আসলে ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে দীপিকা ও হৃতিক রোশন অভিনীত ছবি 'ফাইটার'। সম্প্রতি সেই ছবির প্রথম গান 'শের খুল গায়ে' গানটি মুক্তি পেয়েছে। তাই ছবির মুক্তির আগেই তিরুপতির আশীর্বাদ নিতে তিরুমালা ছুটে গিয়েছিলেন দীপিকা। অথচ সত্যি ঘটনা জেনেই গুজব রটানো শুরু করেছে নেটদুনিয়ার কিছু মানুষ। এখন দেখার অপেক্ষা, নেটিজেন নাকি রণবীর-দীপিকার ঘনিষ্ঠজনের কথা সত্য বলে প্রমাণ হয়।

এদিকে সব গুঞ্জন পাশ কাটিয়ে দীপিকা ব্যস্ত তাঁর নতুন ছবি 'ফাইটার'-এর প্রচারণা নিয়ে। অন্যদিকে রণবীরও একাধারে কাজ করে যাচ্ছেন বেশকিছু ছবির।

বিচ্ছেদ হলেও কত টাকার সম্পত্তি থাকছে ঐশ্বরিয়ার ঝুলিতে?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের তারকা দম্পতি অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের বিয়ের পর বহুবার তাদের সংসার ভাঙার গুঞ্জন শোনা গেছে। সম্প্রতি এই জল্পনা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। এরই মধ্যে বচ্চন বাড়ি ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে মায়ের কাছে এসে থাকছেন ঐশ্বরিয়া, এমনটাই শোনা যাচ্ছে। তাছাড়া অভিষেক ও ঐশ্বরিয়া তাদের বিয়ের আংটির হাত থেকে খুলে ফেলেছেন।

ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, উভয়ের সম্পর্ক নিয়ে দোটানা থাকলেও সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চন নিজেদের সমস্যার কথা সামনে আনতে চাইছেন না। তবে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যদি, তবে বচ্চন পরিবারের বিশাল সম্পত্তি, আভিজাত্য ছেড়ে যেতে হবে তাকে। তাই এখন অনেক ভক্তের কৌতূহল, ঐশ্বরিয়ার সম্পত্তি কেমন বা কতটা রয়েছে? স্বামী ও শ্বশুড়বাড়ির পরিচয় ছাড়াও, সাবেক এই বিশ্বসুন্দরীর সম্পত্তি ও অর্থবিত্তের পরিমান কেমন? যদি বচ্চন পরিবারের টাকা তিনি না নেন, সেক্ষেত্রে কত কোটির সম্পত্তি থাকবে ঐশ্বরিয়ার কাছে?

২০২৩ সালের টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঐশ্বরিয়া বর্তমানে ৭৭৬ কোটি রুপির মালিক। নিজের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ৫০টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন ঐশ্বরিয়া। এছাড়াও মডেলিং, বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসাডর হয়েও প্রচুর টাকা আয় করেছেন অভিনেত্রী। যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে। মাঝে মধ্যে বেশ কিছু ইভেন্টেও উপস্থিত হতে দেখা যায় তাকে। সেখান থেকেও আয় হয় তাঁর।

সিনেমাপ্রতি ১০-১২ কোটি রুপিও নিয়ে থাকেন ঐশ্বরিয়া। বিজ্ঞাপনের জন্য ৫-৬ কোটি পর্যন্ত চার্জ করেন তিনি। এছাড়াও দুবাইয়ে ঐশ্বরিয়া অভিষেক জুটির ১৬ কোটি রুপির বাড়ি ও বান্দ্রায় ২০ কোটি রুপির অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে যেগুলোর অংশীদার তিনি। এছাড়াও রোলস রয়েলস, মার্সিটিজ, অডির মতো একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে অভিনেত্রীর যেগুলোর মুল্য অনেক। তাই বচ্চন পরিবারের সম্পত্তি যদি তিনি নাও পান, তবে বেশ মোটা টাকাই রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। যা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

এদিকে, এও চাউর হয়েছে ঐশ্বরিয়া তার শশুর বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও মেয়ে আরাধ্যার মুখ চেয়েই নাকি আইনত আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না অভিষেক-ঐশ্বরিয়া। টাইমস নাউ-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিচ্ছেদের গুজবের মধ্যেই ঐশ্বরিয়া রাই, বচ্চন বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। তবে সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার বিবাহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নেই। যদিও এ নিয়ে এখনো কেউই মুখ খুলেননি।

বলিউড শাহেনশাহ এবার ক্রিকেট ভুবনে

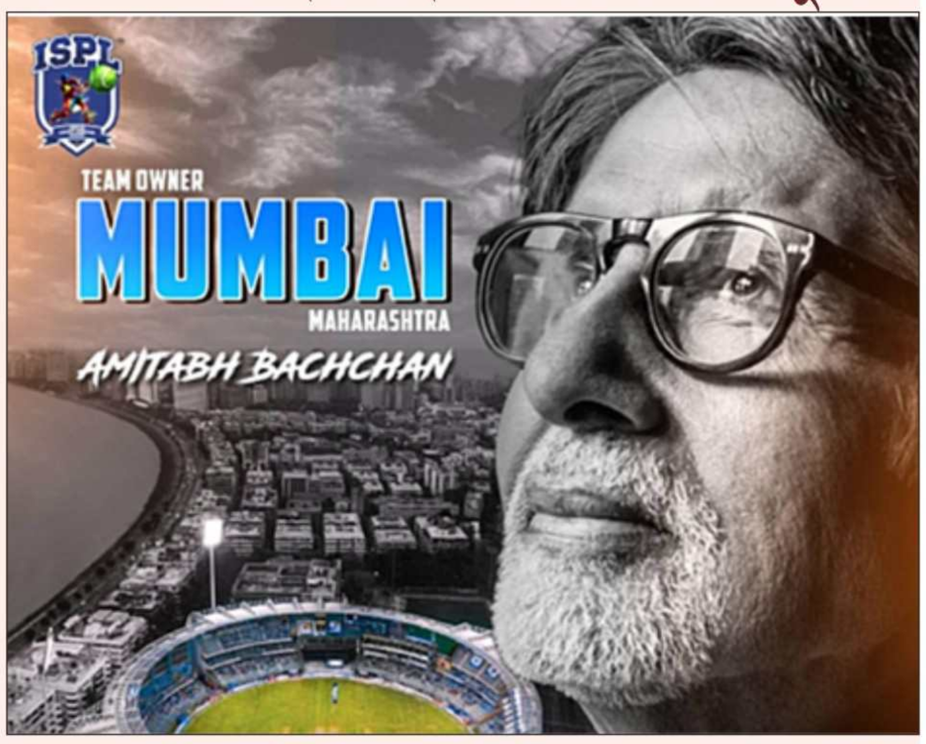

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড শাহেনশাহ খ্যাত তারকা অমিতাভ বচ্চন ভীষণ ক্রিকেটপ্রেমী, এ কথা কম-বেশি সবারই জানা। ক্রিকেটের আসর বসলেই তার ক্রিকেট অনুরাগ টের পাওয়া যায়। তিনি পছন্দের দলকে নিয়ে সরব থাকেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। শুধু তা-ই নয়, ভারতের ম্যাচ থাকলে মাঠেও দেখা যায় বলিউডের এ তারকাকে। অমিতাভ বচ্চন অবশ্য নিজে মজা করে বলেন, তিনি ম্যাচ দেখলেই ভারত হেরে যায়। তবে ভারতের ম্যাচের আগে-পরে তিনি নিয়মিতভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন।

অমিতাভ এবার সরাসরি ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত হলেন। শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ (আইএসপিএল)। সেই টুর্নামেন্টে মুম্বাই দলের মালিকানা কিনেছেন অমিতাভ।

টুর্নামেন্টে ১৯ ম্যাচ খেলা হবে। ছয়টি দল নিয়ে হবে টুর্নামেন্ট। এতে মুম্বাই ছাড়াও থাকবে হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, কলকাতা ও শ্রীনগর।

এ প্রসঙ্গে অমিতাভ জানিয়েছেন, এ লিগের সঙ্গে যুক্ত হতে পারাটা তার কাছে নতুন এক ইনিংস। সোশ্যাল মিডিয়ায় বলিউডের শাহেনশাহ লিখেছেন, 'নতুন একটা দিন। নতুন উদ্যোগ। মুম্বাইয়ের সঙ্গে টিম মালিক হিসেবে যুক্ত হতে পারাটা আমার কাছে গর্বের ও সম্মানের। কত প্রতিভার বিকাশ ঘটবে এ টুর্নামেন্টে। তার সঙ্গে জড়িত থাকার সুযোগ পেয়েছি। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাভাবনা।'

আমিরাতের লিগে

নিষিদ্ধ নাভিন উল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-২০ থেকে ২০ মাসের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন আফগান পেসার নাভিন উল হক। তার বিরুদ্ধে চুক্তির নিয়ম ভাঙার অভিযোগ আনা হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের কারণে ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ খেলে ওয়ানডে ক্রিকেটেকে বিদায় বলেছেন নাভিন উল। এবার একটি লিগ খেলার সুযোগ হারালেন তিনি। লিগ টি-২০'র ক্লাব শারজাহ ওয়ারিয়র্সের সঙ্গে এক বছরের জন্য চুক্তি করেন নাভিন উল। গত মৌসুমে দলটির হয়ে ৯টি ম্যাচও খেলেন। আগামী আসরেও তাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল শারজাহ। নাভিনকে ধরে রাখা হচ্ছে শর্তে নোটিশও দেওয়াহয়েছিল।

কিন্তু ওই নিয়ম ভেঙে তিনি চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-২০ কর্তৃপক্ষ তাই তাকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লিগটির প্রধান নির্বাহী বিবৃতি দিয়ে বলেছে, 'নাভিন উল হক চুক্তির প্রতি সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। বলতে ভালো না লাগলেও ঘোষণা দিতে হচ্ছে যে, তাকে ২০ মাসের জন্য নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষ। শৃঙ্খলা কমিটি নাভিনের বিষয়ে খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

বড় জয়ের রাতে রিয়ালের দুঃসংবাদ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লা-লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ কাল মাঠে নেমেছিল ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে। ম্যাচটিতে রিয়াল পেয়েছে ৪-১ গোলের বড় জয়। এতে শীর্ষে উঠেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। তবে জয়ের রাতেও স্প্যানিশ জায়ান্টদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে এসেছে নতুন চোটের খবর। গতকালের ম্যাচ চলাকালীন সময়ে হাঁটুর চোটে পড়েছেন মাদ্রিদের ডিফেন্ডার ডেভিড আলাবা। এই চোটে বাকি মৌসুম থেকেও ছিটকে গেছেন তিনি।

স্বাগতিক হওয়ায় পুরো ম্যাচেই কর্তৃত্ব করেছে রিয়াল। বিশেষ করে মদরিচের নৈপুণ্যে তারা বল দখলে এগিয়ে ছিল পুরোটা সময়। ভিয়ারিয়ালকে কোনও সুযোগই দেয়নি। ৩৮ বছর বয়সী মদরিচের শুরুর একটি শট বারে আঘাত করলেও প্রথম গোলটি বানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তার ক্রস থেকে ২৫ মিনিটে গোল করেন জুড বেলিংহ্যাম। ইংলিশ তারকার এটি মৌসুমের ১৩তম গোল। রিয়াল প্রথম গোল পাওয়ার মিনিট দশেক পড়েই চোটে পড়েন আলাবা। রিয়ালের ডিফেন্ডারের চোটের ব্যাপারে রিয়াল এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ডেভিড আলাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর দেখা গেছে, তাঁর বা হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর অস্ত্রোপচার করা হবে।'

এ নিয়ে চার মাসের মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের তিন খেলোয়াড় এসিএল চোটে পড়লেন। বাকি দুজন গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া এবং এদের মিলিতাও। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে এত দ্রুত সময়ে একই দলের তিনজনকে এই চোটে পড়তে দেখেননি বলে জানিয়েছেন রিয়াল কোচ। রক্ষণভাগের ফুটবলার একের পর এক চোটে আক্রান্ত হওয়ায় নতুন এক ডিফেন্ডার খোঁজার কথাও জানিয়েছেন আনচেলত্তি।

ম্যাচের ৩৭ মিনিটে ভাসকেসের ছোট পাস পেয়ে কোনাকুনি শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রদ্রিগো। প্রথমে লাইন্সম্যান অফসাইডের পতাকা তুললেও ভিএআরে পাল্টায় সিদ্ধান্ত। এই নিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ ১১ ম্যাচে ৯টি গোল করলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

বিরতির পর ব্যবধান কমান ভিয়ারিয়ালের হোসে লুইস মোরালেস। কিন্তু সেই স্বস্তি দীর্ঘায়িত হয়নি তাদের। ৬৪ মিনিটে ব্যবধান ৩-১ করেন ব্রাহিম দিয়াজ এবং চার মিনিট পর ভিয়ারিয়ালের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন লুকা মদরিচ। ১৭ ম্যাচে ১৩ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল। ১ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে জিরোনা। একটি ম্যাচ অবশ্য কম খেলেছে তারা। আজ রাতে আলাভেসকে হারাতে পারলে জিরোনা ফের শীর্ষে উঠে আসতে পারবে। ১৭ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে বার্সেলোনা।

ওয়ার্নকে ছাড়িয়ে যাবেন লায়ন!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০০১ সালে ৫০০ টেস্ট উইকেটের ক্লাব খুলেছিলেন কোর্টনি ওয়ালশ। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি পেসারের সেই এলিট ক্লাবের অষ্টম সদস্য হিসেবে গত রোববার নাম লিখিয়েছেন নাথান লায়ন। স্পিনারদের মধ্যে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করা চতুর্থ ব্যক্তি হলেন তিনি। মুত্তিয়া মুরালিধরন, শেন ওয়ার্ন ও অনীল কুম্বলে এ তিন কিংবদন্তি স্পিনার তাঁর আগে এ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের বিশ্বাস, উইকেট শিকারে সামনে থাকা দুই অস্ট্রেলিয়ান শেন ওয়ার্ন ও গ্লেন ম্যাকগ্রাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন লায়ন।

২০২২ সালের ৪ মার্চ থাইল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করা শেন ওয়ার্ন নিশ্চিতভাবে ইতিহাসের সেরা। লেগস্পিনকে শিল্পে উত্তীর্ণ করা এ অস্ট্রেলিয়ানের উইকেট সংখ্যা ৭০৮টি। লায়ন কি সত্যিই পারবেন ওয়ার্নকে ছাড়িয়ে যেতে? কামিন্সের বিশ্বাস, আরও চার-পাঁচ বছর খেলতে পারবেন লায়ন। আর তিনি যে হারে উইকেট শিকার করছেন, তাতে আরও ৪০-৫০টি টেস্ট খেলতে পারলে নিশ্চিতভাবেই ওয়ার্নকে টপকে যাবেন বলে মনে করছেন কামিন্স, 'আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সে আরও চার-পাঁচ বছর খেলতে পারবে। প্রতি বছর ১০টি করে টেস্ট খেললেও ৪০-৫০টি টেস্ট হয়ে যাবে। টেস্ট প্রতি চার-পাঁচটি করে উইকেট পেলেই তো দুইশর বেশি হয়ে যাবে। তাহলেই ৭০০ হয়ে যাবে।'

তবে লায়নের বয়স ৩৬ হয়ে গেছে। আরও চার-পাঁচ বছর তিনি খেলতে পারবেন কিনা, সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে খেলতে পারলে ওয়ার্নকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর ওয়ার্নকে ছাড়াতে না পারলেও গ্লেন ম্যাকগ্রাকে (৫৬৩ উইকেট) নিশ্চিতভাবেই টপকে যাবেন। কামিন্সের এই দাবির পেছনে বড় যুক্তি হলো লায়নের রেকর্ড। লায়নের অভিষেকের পর থেকে অস্ট্রেলিয়া হলো স্পিনারদের জন্য সবচেয়ে কঠিন জায়গা। সেই কঠিন জায়গায় উইকেট শিকারে পৃথিবীর বাকি সব স্পিনারকে টেক্কা দিয়েছেন তিনি। ২০১১ সালে অভিষেকের পর গত এক যুগে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ২৪৩ উইকেট নিয়েছেন লায়ন। অথচ এই সময়ে সেখানে পৃথিবীর বাকি সব স্পিনার ২০৬ উইকেট নিয়েছেন। তার মানে, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সব দলের স্পিনাররা মিলেও লায়নের সমান উইকেট নিতে পারেননি। অথচ নিজ দেশ ভারতের মাটিতে রবীন্দ্র জাদেজার উইকেট ১৯৪টি। এ সময়ের মধ্যে অন্য স্পিনাররা ভারতের মাটিতে ৫৮৬ উইকেট শিকার করেছেন। যদিও ৫০০ উইকেট স্পর্শের গতিতে কিছুটা পিছিয়েই তিনি। মুরালিধরন ৮৭ টেস্টে ৫০০ ছুঁয়ে সবচেয়ে দ্রুত এ মাইলফলকে পৌঁছেছেন। অনীল কুম্বলে ১০৫ টেস্ট এবং শেন ওয়ার্ন ১০৮ টেস্টে পৌঁছেছেন। সেখানে লায়নের লেগেছে ১২৩ টেস্ট। তবে এসব অর্জনে বাইরে এসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন পার্থ টেস্টের ম্যাচসেরা মিচেল মার্শ, 'নিঃসন্দেহে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের অন্যতম সেরা টেস্ট ক্রিকেটার। সর্বকালের সেরাদের একজন তিনি!'

ক্যারিয়ার সেরা উন্মাদনার এক বছর: মেসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কাতারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। হার দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা দলটি শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের শিরোপায় চুমু দিয়ে আসর শেষ করে। ওই বিশ্বকাপ জয়ের এক বছর পূর্ণ হয়েছে সোমবার। কাতারে ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর শিরোপা জিতেছিল আর্জেন্টিনা। ২০২৩ সালে বিশ্বকাপ জয়ের বার্ষিকীতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্ট দিয়েছেন দলটির অধিনায়ক মেসি। ফুটবল ইতিহাসের সর্বকালের অন্যতম সেরা মেসি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যা লিখেছেন তার অনুবাদ অনেকটা এমন, 'ক্যারিয়ারের সেরা উন্মাদনার এক বছর...। অবিস্মরণীয় এক স্মৃতি। যা সারা জীবন স্মরণে থাকবে। সকলকে বিশ্বকাপ জয়ের শুভ বার্ষিকী।'

লিওনেল মেসি ক্লাব ফুটবলে ছিলেন সর্বজয়ী ফুটবরার। আটটি ব্যালন ডি'অর জিতেছেন। লিগ শিরোপা, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সব কিছু জিতলেও জাতীয় দলের হয়ে শিরোপা জিততে পারছিলেন না। ব্রাজিল বিশ্বকাপে ২০১৪ সালে ফাইনালে হার। আগে পরে কোপা আমেরিকার ফাইনালে হার। ওই মেসি জাতীয় দলের হয়েও মাত্র এক বছরের ব্যবধানে সর্বজয়ী ফুটবরার হয়ে যান। ২০২১ সালে তিনি কোপা আমেরিকা জেতেন। যা ছিল জাতীয় দলের জার্সিতে তার প্রথম আন্তর্জাতিক শিরোপা। পরের বছর ইতালির বিপক্ষে ফিনালিসিমা জেতেন লিও ও তার দল। এরপর কাতারে উচিয়ে ধরেন বিশ্বকাপ।

যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে হবে

'প্রথম' ফিফা ক্লাব সুপার ওয়ার্ল্ডকাপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'ক্লাব সুপার বিশ্বকাপ'। ৩২ দলের অংশগ্রহণে ২০২৫ সালের জুন মাসের ১৫ থেকে জুলাই মাসের ১৩ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতার প্রথম আসর।

প্রতি চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে ক্লাব সুপারওয়ার্ল্ডকাপ। ফুটবল বিশ্বকাপের ঠিক আগের বছরই অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতাটি। বলা হচ্ছে, এটি হচ্ছে কনফেডারেশন কাপেরিই নতুন রূপ। এর আগে কনফেডারেশন কাপ আয়োজন করতো বিশ্বকাপ আয়োজক দেশ।

ক্লাব সুপারওয়ার্ল্ডকাপের জন্য ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দল নিশ্চিত হয়ে গেছে। ৩২ দলের এই আসরে আফ্রিকা থেকে ৪টি দল খেলবে। যেখানে ইতোমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে মিশরের ক্লাব আল আহলি ও মরক্কোর ক্লাব ওয়েদাদ এসি। এশিয়া থেকে খেলা চার দলের মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে সৌদি আরবের আল হিলাল এফসি ও জাপানের ওরাওয়া রেড ডায়মন্ডস।

ইউরোপ থেকে খেলবে সবচেয়ে বেশি দল। যেখানে ১২ দলের মধ্যে জায়গা নিশ্চিত করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল চেলসি ও ম্যানচেস্টার সিটি। স্পেন থেকে নিশ্চিত হয়েছে কেবল রিয়াল মাদ্রিদ। জার্মানি থেকে বায়ার্ন মিউনিখ, ফ্রান্স থেকে পিএসজি ও ইতালি থেকে ইন্টার মিলান। পর্তুগাল থেকে সুপার ক্লাব বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে পোর্তো ও বেনফিকা।

উত্তর-মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে চার দলের মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে মেক্সিকোর এফসি মন্টেরে ও ক্লাব লিও এবং যুক্তরাষ্ট্রের সিটল সাউন্ডারস এফসি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ছয় দলের মধ্যে আসর নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলের পালমেইরাস, ফ্লামেঙ্গো ও ফ্লুমিনেস। এছাড়া ওশেনিয়া থেকে মাত্র একটি দল খেলবে। সেটি অনেকটাই নিশ্চিত করেছে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড সিটি।

নিষেধাজ্ঞার শাস্তি থেকে

রক্ষা পেলেন মরিনিয়ো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেফারির সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেও টাচলাইনে নিষেধাজ্ঞার শাস্তি থেকে বেঁচে গেলেন জোসে মরিনিয়ো। শুধু ২০ হাজার ইউরো জরিমানা দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন রোমার পর্তুগিজ কোচ।

এই মাসের শুরুতে সেরি আয় সাস্সুয়েলোর বিপক্ষে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে রেফারি মাত্তেও মার্সেনারোর সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মরিনিয়ো। তিনি বলেন, আমাদের ম্যাচে তাকে তিনবার চতুর্থ অফিশিয়াল হিসেবে পেয়েছি। আমার মনে হয় না, এই স্তরে রেফারিংয়ের জন্য তার মানসিক স্থিতিশীলতা আছে।

ওই ঘটনায় মরিনিয়োকে জরিমানা করার কথা এক বিবৃতি দিয়ে জানায় ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন। একই সঙ্গে রোমাকেও ২০ হাজার ইউরো জরিমানা করা হয়েছে।

গত মৌসুমের শেষ দিকে রেফারিকে নিয়ে মন্তব্যের জন্য এই মৌসুমের শুরুতে মরিনিয়ো দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ ছিলেন। ইউরোপা লিগের ফাইনালে সেভিয়ার কাছে রোমার হারের পর স্টেডিয়ামের গ্যারেজে রেফারিকে গালি দেওয়ার জন্য জুনে তাকে চার ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল উয়েফা।

ইউনাইটেডের বিপক্ষে ড্র করে

শীর্ষস্থান হারালো লিভারপুল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের টেবিলের নেতৃত্ব ধরে রাখতে প্রবল আত্মবিশ্বাসী ছিল লিভারপুল। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে শুধু হারানোতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায়নি ইয়ুর্গেন ক্লপের শিষ্যরা। উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল ৭-০ গোলে। কিন্তু মাঠে পুরোপুরি ভিন্ন চিত্র দেখলো সমর্থকরা। উড়তে থাকা লিভারপুলকে ০-০ তে রুখে দিয়েছে ফর্মহীন ইউনাইটেড।

এর আগে চলতি বছরের মার্চে সর্বশেষ দেখায় প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে নিজেদের ঘরের মাঠ আনফিল্ডে ম্যানইউকে ৭-০ গোলে হারিয়েছিল লিভারপুল। গতকাল রোববার রাতে সেই একই মাঠে সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করতে চেয়েছিল দ্য রেডরা। কিন্তু সেটি আর হয়নি। মাঠ ছাড়তে হয়েছে ড্র করে।

ম্যাচের শেষ দিকে দিয়াগো দোলত লালকার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় ম্যানইউ। এরপরও সফরকারীদের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি স্বাগতিকরা। লিভারপুলকে গোলশুন্য রেখেই ফিরেছিল এরিক টেন হ্যাগের শিষ্যরা। যে কারণে পয়েন্ট হারালো লিভারপুল। হারালো শীর্ষস্থানও।

চলতি মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে লিভারপুল। ইয়ুর্গেন ক্লপের শিষ্যদের সরিয়ে শীর্ষস্থান দখলে নিয়েছে আর্সেনাল। গতকাল ব্রাইটনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল।

ব্রাইটনকে হারিয়ে

ফের শীর্ষে আর্সেনাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগের ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার কাছে হেরে গিয়েছিল আর্সেনাল। গতকাল রোববার রাতে তাই গানারদের সামনে লক্ষ্য ছিল জয়ে ফেরার। আর জিততে পারলেই নিজেদের হারানো সিংহাসনও ফিরে পাওয়ার সুযোগ রয়েছে মিকেল আরতেতার দলের। মাঠে দুই লক্ষ্যের দুটিই ভেদ করতে পেরেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। ব্রাইটনকে হারিয়েছে ২-০ গোলে।

ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে দাপুটে ছিল আর্সেনাল। ব্রাইটনকে একেবারে কোণঠাসা করে রেখেছিল তারা। প্রথমার্ধ শুরুর পর একটি ছাড়া টার্গেটে আর কোনো শটও করতে পারেনি সফরকারীরা। বিরতির আগে কোন দল গোল না পেলেও দ্বিতীয়ার্ধে ঠিকই গোল করে স্বাগতিকরা। গাব্রিয়াল জেসুস ও কাই হ্যাভার্টজের গোলে তারা জিতেছে ২০-গোলে।

ম্যাচের ৫৩তম মিনিটে গোল করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড জেসুস। ৮৭তম মিনিটে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জার্মানির অ্যার্টাকিং মিডফিল্ডার হ্যাভার্টজ। গোল ব্যবধানে কমাতেও ব্যর্থ হয় ব্রাইটন।

ব্রাইটনকে হারিয়ে ৩৯ পয়েন্ট প্রিমিয়ার লিগের টেবিলের শীর্ষে উঠে গেছে আর্সেনাল। সমান ম্যাচ খেলে তাদের থেকে এক পয়েন্ট কম ৩৮ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লিভারপুল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR